চিরকূট ৩১

বেশ ভাল লাগছে এ ভেবে যে সদালাপকে বন্ধ করতে হয়নি। গত লেখায় সদালাপ বন্ধ সংক্রান্ত এ কঠিন এবং রূঢ় আলোচনার পর পাঠকদের কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়া পেয়েছি তার তুলনা হয় না। আমি সত্যি অভিভূত। অনেকে আমার হতাশার থেকে সৃষ্ট মন্তব্যে কষ্ট পেয়েছেন – আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের যা জটিল অবস্থা তাতে হতাশ হওয়া ছাড়া আর কিছু করা যায় কিনা আমার অন্তত জানা নেই। যদি সত্যি সত্যিই সদালাপ বন্ধ করতে হতো তা হলে ভীষন কষ্ট হতো। সকল প্রশংসা সৃষ্টিকর্তার, কারন সদালাপ আবারও পাঠক আর লেখকদের মিলনমেলা হয়ে উঠবে।

এ বিষয়টা আশা করি সবাই জেনে গেছেন – আমি সদালাপের সম্পাদক হিসাবে থাকছি না। আমাদের একজন বিশিষ্ট লেখক সদালাপের সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে সানন্দে রাজী হয়েছেন। এতটুকু নিঃসংকোচে বলতে পারি সদালাপ একজন উপযুক্ত মানুষের দায়িত্বে যাচ্ছে– যার চিন্তাচেতনা, জ্ঞান আর বুদ্ধিমত্তা অনেক উচুঁমাপের। আমাদের নতুন সম্পাদকের নাম – মোহাম্মদ আমান উল্লাহ। অভিনন্দন মোহাম্মদ আমান উল্লাহকে। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি সদালাপের জন্যে সময় দিতে রাজী হয়েছেন – সেই জন্যে সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমান উল্লাহ'র সুদক্ষ সম্পাদনা, সুবিবেচনা ও সুচিন্তিত পরিচালনা সদালাপকে এ ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যাবে। পাঠক – আমি ব্যক্তিগত ভাবে সত্যিই এক ভীষন স্বস্তিকর অবস্থায় আছি, কারন নতুন সম্পাদকের নিকট দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি শেষ করতে কয়েকটা দিন সময় লাগবে। এ সময়ে পাঠকদের ধৈর্য্যের জন্যে আগাম ধন্যবাদ। লেখক-পাঠকদের প্রতি সবিনয় অনুরোধ – আপনারা নতুন সম্পাদকের প্রতি আপনাদের সহযোগিতার হাত আরো প্রসারিত করুন – সদালাপকে একটা বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যেতে সবার সন্মিলিত পদক্ষেপের কোন বিকল্প নেই।

তবে লেখক হিসাবে আছি । এখন মনে হয় লেখার বিষয়ে আরো বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবো। একজন মুক্ত মানুষ হিসাবে নিজের চিন্তাভাবনা গুলোর প্রতিফলিত করার আরো বেশী সুযোগ পাবো লেখায় – এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি হতে পারে।

সদালাপের ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা ই-মেইল করেছেন – তাদের আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি আমাদের নতুন সম্পাদক আপনাদের আরো বেশী সমর্থন আর সহযোগিতা পাবে। আসুন আমরা সবাই মিলে সদালাপকে মুক্ত মানুষ আর বিশ্বাসীদের এক অগ্রগামী মঞ্চ হিসাবে গড়ে তুলি। বিশ্বাসীদের সম্পর্কে সকল "পুর্ব ধারনা" **(prejudice)** এবং পুজিঁবাদী প্রচার যন্ত্রের প্রপাগান্ডার বিপরীতে প্রগতির দিক নির্দেশনাই হোক সদালাপের ভবিষ্যৎ ।

(২)

বাংলাদেশ থেকে চমকপ্রদ খবর আসছে। ঠিক বাংলা ভাই না- তবে তার নেতা এবং আধ্যাতিক গুরু পুলিশের হেফাজতে আছে। অনেকে ফোন করে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বলছেন – এবার বাংলাদেশের তালেবানরা শেষ, এবার বোমা হামলার আসামীরা সব ধরা পড়বে, এবার বাংলাদেশের জন্যে কোন সমস্যা থাকবে না – ইত্যাদি ইত্যাদি। গত দু'সপ্তাহ যাবৎ বাংলাদেশের পত্রিকার খবরাখবরের গতি প্রকৃতি দেখে কেন যেন মনটা সন্দেহগ্রস্থ হয়ে পড়ছে। মনের গভীর বুদবুদের মতো কিছু চিন্তা তৈরী হচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে – সেগুলো কিছু আশা-কিছু হতাশার থেকে তৈরী। আসুন তা হলে মনের প্রশ্নগুলো এক এক করে বলিঃ

১) যখন পত্রিকায় বাংলা ভাই-এর সাক্ষাৎকার সহ তার ভয়াবহতার খবরাখবর ছাপা হচ্ছিল তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাকে গ্রেফতারের নির্দেশের পরও জামাতদলীয় শক্তিশালী মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বললেন – বাংলাভাই আসলে নেই – ওটা পত্রিকার সৃষ্টি। তাহলে কি সরকার এখন বাংলা ভাইএর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে এবং জামাতের আমীরকে মিথ্যাবাদী প্রমান করতে যাচ্ছে?

২) যদ্দুর জানি বাংলাদেশের পুলিশ কোন সাংবাদিক সন্মেলন বা প্রেস ব্রিফিং করে না বা সে রকম কালচার নেই। তা হলে জঙ্গীদের গ্রেফতারের পর তারা পুলিশকে কি বলেছে তা সাংবাদিকরা কিভাবে জানলো?

এটা যদি কোন গোপনসূত্র থেকে সংগৃহিত হতো তবে হয়তো দু'একটা পত্রিকায় প্রকাশিত হতো, কিন্তু দেখা গেছে সকল পত্রিকার হেড লাইন একই। গ্রেফতারের সপ্তাহ দু'এক আগেই পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল এবার ড. আসাদুল্লাহ গালিবের জেলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রশ্ন হচ্ছে গত ছয় বৎসরে গ্রেফতারকৃত ৪৩৫ জন (সূত্রঃ প্রথম আলো ফেব্রুয়ারী ২৫, ২০০৫) জঙ্গীর কেহ কি ড. গালিবের নাম বলেন নি? সে সময় পত্রিকাওয়ালা কি সে খবর পায়নি? হঠাৎ করে কেন শিয়ালের মতো সব পত্রিকা একসাথে হুয়াক্কা হুয়াও করে উঠলো।

৩) যতটুকু জানি "জামাতে ইসলামী" এবং "আহলে হাদিস" কখনই এক মতাদর্শ ধারন করে না, সে ক্ষেত্রে জামাতের আমীর আহলে হাদিসের মতাদর্শী বাংলা ভাইকে রক্ষায় এতটা উৎসাহী হবেন কেন?

৪) ধৃত জঙ্গীদের স্বীকারোক্তি অনুসারে সুনির্দিষ্ট প্রমান পেয়ে আহলে হাদিস নেতা ড. গালিবকে গ্রেফতার করা হলেও তার বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্বল মামলা ও ৫৪ ধারা দেখানো হলো কেন? যেনতেন ভাবে একটা প্রহসন করে যতদিন সরকার চায়, তাকে জেলে রাখা হবে, যেমনটা এরশাদের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তবে কি ড. গালিবকেও গত ছয় বৎসর ধরে গ্রেফতার করা ৪৩৫ জনের মতোই সুনির্দিষ্ট অভিযোগের মামলা ছাড়াই ছেড়ে হবে? (সর্বশেষ খবর - ড. গালিবসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের করা হয়েছে)

(সূত্র ঃ দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫)

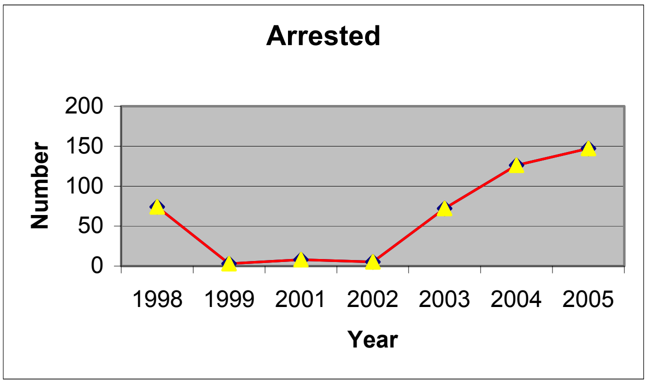

উপরের প্রশ্নের প্রথমটার উত্তরে বলা যায়, "বাংলা ভাই নেই" বা "তাকে ধরার কোন ইচ্ছাই সরকারের নেই" সেটা অচিরেই প্রমানিত হবে। যথারীতি বাংলাভাইকে খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং সরকার অত্যুৎসাহী প্রেস নোট দিয়ে বলবে বাংলা ভাই দেশ ছেড়েছে কিন্তু তার গুরুকে আমরা ধরেছি। সমস্যা হচ্ছে ড. গালিবের খুঁটির জোরও কম নয়। সুতরাং পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। দয়া করে গ্রাফটি দেখুন। ক্রমবর্ধমান এ শক্তির কার্যকলাপ দ্রুতবৃদ্ধি পাওয়ার পরও এ সরকার ক্ষমতায় এসে তার মিত্র এ জঙ্গীদের গায়ে হাত দিতে লজ্জা পেয়েছে - পরে চেয়ারম্যানের ছেলের বিচারের মতো - মৃদু তিরষ্কার করে তাদের দলে রেখেছে। এবার ও কি তার ব্যতিক্রম হবে?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সরকার একটা বিশেষ পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্যে পরিকল্পিত একটা খেলায় নেমেছে। কেন এ খেলার দরকার ছিল তার উত্তর গত কয়েক মাসের পত্রপত্রিকায় ভাল ভাবে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। উক্ত খবর সমুহের সারমর্ম করলে কারন হিসাবে নিচের ঘটনা গুলো দেয়া যায় ঃ

১) শাহ এ এম এস কিবরিয়ার বোমার আঘাতে মৃত্যুর বিষয়টা সরকার সহজে পার করে দিতে পারছে না। কারন তিনি দেশে বিদেশে একজন সন্মানিত মানুষ - যা আওয়ামীলিগার হিসাবে তার পরিচয়ের থেকেও অধিক।

২) সার্ক সন্মেলন অনুষ্ঠানে ব্যর্থতায় সরকারের কৃত্রিম ইমেজে আঘাত লেগেছে। বাংলাদেশের মতো দেশের সরকার সব সময় চাকচিক্য দিয়ে একটা কৃত্রিম ইমেজ তৈরী করে সাধারন মানুষকে একটা ঘোরের মধ্যে রেখে দেশ শাসন করে - এ ক্ষেত্রে সরকার ভীত হয়েছে এ ভেবে যে মানুষ সরকারের ভাওতা ধরে ফেলবে।

৩) আইন শৃংখলা এবং র‍্যাব এর বিচার বর্হিভুত হত্যাকান্ড দাতা দেশ গুলো বিশেষ করে ইইউকে ভাবিত করেছে, তার সাথে সাথে আনোয়ার চৌধুরীর উপর হামলা ইইউকে বিশেষ ভাবে সক্রিয় করেছে।

৪) দাতা দেশ এবং সংস্থাগুলো এ সরকারে উপর সম্পুর্ন আস্থা হারানোর কারনে একপক্ষীয় বৈঠক করছে যাতে সরকার কিছুটা হলেও সক্রিয়তা দেখানোর প্রয়োজন অনুভব করছে।

তাহলে ড. গালিবকে গ্রেফতার কেন? এ ক্ষেত্রে সরকার - বিশেষ করে সরকারের নিউক্লিয়াস জামাতে ইসলামী এক ঢিলে একাধিক পাখী শিকারের পরিকল্পনা করেছে বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। তা হলোঃ

১) যদি প্রমান করা যায় (অথবা করতে হবে) ড. গালিব এবং তার সাংগপাংগরা দেশে বোমাবাজী করে ইসলামী বিপ্লব করতে চায় - তবে আমেরিকার দেওয়া তাদের "প্রগতিশীল" "গনতান্ত্রিক" দল হিসাবে জামাতের ইমেজটা আরও শক্ত হবে।

২) এই সুযোগে তাদের জাত শত্রু আহলে হাদিসের আন্দোলনকে স্তিমিত করা যাবে।

৩) সরকারের ভাবমূর্তি (?) বাড়ানো যাবে এই বলে যে বাংলা ভাইকে না ধরতে পারলেও আমরা তার নেতাদের ধরেছি এবং পরিস্থিতি এখন ভাল।

৪) ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাদামাঠা মামলা করে দায়সারা গোছের কিছু করে ইসলামপন্থী দলগুলোকে বুঝানো যাবে যে - "আমরাতো তোমাদেরই লোক" - যাতে ভোটের সময় আরেকবার বলা যায়- "এ জোট ক্ষমতায় না গেলে দেশে ইসলাম থাকবে না"।

৫) ক্ষমতাশীনদের সৃষ্ট বাংলা ভাইকে গ্রেফতার না করে - জামাতী মন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ থেকে বাঁচানো সহ কমপক্ষে সরকার দলীয় তিনজন এমপি যাদের মধ্যে দু'জন মন্ত্রী'র পরবর্তী নির্বাচনে সংসদে আসন নিশ্চিত করা যাবে।

সুতরাং যারা দেশের ইসলামী জঙ্গী গ্রেফতারের খবরে অতিরিক্ত আমোদিত তাদের জন্যে সতর্ক অনুরোধ - আসুন অতীত দেখি এবং শাসকদের ইতিহাস থেকে সত্যসন্ধান করি !

(৩)

গত সপ্তাহের ক্যানাডার একটা সংবাদ টিভিতে বেশ ফলাও করে প্রচার করছে। বিষয়টা হচ্ছে ব্যাসলানের মর্মান্তিক ঘটনার শিকার ১০ জন ছাত্রকে ক্যানাডার একটা সংস্থা তিন সপ্তাহের একটা সফরের ব্যবস্থা করেছে। বলা হচ্ছে- একটা সুন্দর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের তিন দিনের ভয়াবহতা ভুলিয়ে দেওয়া হবে। এটা অবশ্যই একটা মহৎ পদক্ষেপ। প্রশ্ন হচ্ছে - কেন দারফুর, রুয়ান্ডা, বাগদাদ বা প্যালেস্টাইনের শিশুদের নিয়ে কেহ এ রকম ভাবে না? আমার কাছে তেমন ভাল জবাব নেই। তবে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে যা দেখি- এটা একটা শ্রেণী বিভাগের বিষয়, যা কিনা সম্পূর্ন নির্ভর করে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। এটা সবদেশে - সবকালে বিরাজমান। যেমন - বাংলাদেশে যদি কোন বাড়ীতে একটা বাচ্চা অসুস্থ হয় তবে তাকে নেওয়া হবে ডাক্তারের কাছে আর কাজের বুয়ার ছেলে অসুস্থ হলে বড় জোর গলির হোমিও প্যাথিক ডাক্তার। যদিও আমাদের বলা হয় পশ্চিমা বিশ্ব মানবিক - অবশ্যই সেটা মানবিক একটা শ্রেনীর জন্যে - আর দানবিক অন্য শ্রেনীর জন্যে। এখানকার শ্রেষ্ট মেধা ব্যয় হয় যুদ্ধাস্ত্র গবেষনায় আর ব্যবহৃত হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেনীর মানুষদের উপর। সমস্যাটা তখনই হয় - যখন এ অস্ত্রের অংশ বিশেষ ব্যায়িত হয় উচ্চ শ্রেনীর মানুষের উপর। তখন উচ্চ শ্রেনীর উপর সে অস্ত্রের আংশিক বা ছিটে ফোঁটা ব্যয়িত হয়। টিভিতে দেখা একটা দৃশ্যের কথা প্রায়ই মনে হয়। হেইটিতে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন এক যোদ্ধা - খালি গায়ে - পায়ে স্পন্জের স্যান্ডেল পড়ে যুদ্ধে যাচ্ছে - আর তার হাতে একটা সেমি-অটমেটিক গান- চকচক করছে। মানবতার মুখোশ ধারী সভ্য দেশগুলিই এ অস্ত্রের নির্মাতা এবং বাজার তৈরীর জন্যে এহেন হীন কাজ নেই যা তারা করেনি। তাদেরই একটা অংশ আবার মানবিক সাহায্য নিয়ে হেইটি যায়। পৃথিবীর মানুষের পক্ষে কি এ ভয়াবহ মরনচক্র থেকে কখনও বের হওয়া সম্ভব হবে?

(৪)

প্রকৃতিতে দেখা যায় প্রত্যেকটা কর্মকান্ড একটা চক্রের মধ্যে বাঁধা থাকে। যেমন প্রত্যেকটা প্রানীর একটা জীবন চক্র আছে জন্ম - বংশবৃদ্ধি - মৃত্যু এবং তেমনি আছে প্রানী জগতের একটা চক্র। সে চক্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বে একটা ভারসাম্য তৈরী হয়। যখনই এ চক্রের একটা অংশে ক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে চলে যায় তেমনি শুরু হয় বিপর্যয়। যেমন, মানুষ তাদের বুদ্ধির জোরে অতিরিক্ত ভোগের লোভে প্রকৃতিকে ধংস করেছে যাকে আমরা গ্রীন হাউস এফেক্ট বলে জানি।

তেমনি –পৃথিবীর সমস্ত শক্তির একটা চক্র আছে। যদি সে শক্তির কোন অপব্যবহার হয় – তখন শুরু হয় বিপর্যয়। সত্তর এবং আশির দশকে পুঁজিবাদীরা পুঁজির বিস্তারে জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নোংরা রাজনীতি শুরু করে। তারই অংশ হিসাবে বাংলাদেশে পুজিঁবাদীদের নোংরা রাজনীতির পদচিহ্ন এখনও দেখা যাবে। শক্তির চক্রের ভারসাম্য রক্ষা করে প্রকৃতি নিজেই। ৭০/৮০ দশকের ধর্মকে ব্যবহার করে কমিউনিজম ঠেকনোর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে ইসলামী অন্দোলনের উত্থান – যা পুজিঁর মালিকদের বন্ধু। আসুন – মুক্তমনাদের মতো হঠাৎ ঘুম ভেঙে পৃথিবীটাকে না দেখে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চেষ্টা করি।

- চল্লিশ দশকে ইংরেজ শাসক এবং সুদখোর মহাজনদের (যাদের বেশীর ভাগ ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী) হাত থেকে মুক্তির জন্যে যে সংগ্রাম পুর্ববঙে শুরু হয় তাকে সুকৌশলে ধর্মীয় আবরন দিয়ে কিভাবে ধর্মকে রাজনীতি অনুপ্রবেশে সহায়তা করেছে বর্তমানে গনতন্ত্রের ২য় পাইকারী ব্যবসায়ী দেশ তার বিস্তারিত বর্ননা দিয়েছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ “ভারত স্বাধীন হল” নামক বইটি। লর্ড মাউনব্যাটেন আলোচনার টেবিল থেকে হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে কিভাবে ১৫ দিন শয্যাশায়ী হলেন এবং এর মধ্যে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীমলীগ পাকিস্থানের দাবি উথাপন করলো তার এক চমৎকার বর্ননা আছে বইটিতে।

- যখন পাকিস্থানী শাসক চক্র শোষকে রুপান্তনিত হয়ে পুর্ববঙের উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করে তখন সেই অঞ্চলের মানুষ ধর্মীয় রাজনীতির বাইরে এসে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্টার পক্ষে যখন সংগ্রাম শুরু করে তখন বর্তমান গনতন্ত্রের পাইকারী বিক্রেতাদের প্রধান দেশ আমেরিকা পাকিস্থানী অগনতান্ত্রিক শোষক শ্রেনীকে ক্রমাগত সহায়তা দেয়। এখনও হয়তো ১৯৭১ এ শহীদের হাড়ের মধ্যে “**made in USA"** লেখা বুলেট পাওয়া যাবে। ১৯৭১ এ ১৬ ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার তার ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করেন। অনেকের হয়তে মনে আছে – শেখ মুজিবর রহমান আমেরিকান প্রেসিডেন্টে সাথে দেখা করতে এসে কিভাবে অসহায়ের মতো বসে ছিলেন সে ছবিটার কথা। একজন ধর্মনিরেপক্ষ সরকার প্রধানকে অপমান করে শুধু ক্ষান্ত হয়নি তারা – ১৯৭৫ সালে তাকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্র হিসাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার পথে চলার পথে চিরপ্রাচীর তৈরী হয়।

- আশির দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কতৃক আফগান দখলের পর সে অঞ্চলের ভূ-রাজনীতির আমুল পরিবর্তন ঘটে। আমেরিকা তার মিত্র পাকিস্থান, সৌদী আরবসহ সকল অগতান্ত্রিক দেশ গুলোর সহায়তায় বাংলাদেশসহ সকল দেশে গনতন্ত্রের সম্ভাবনাকে হত্যা করে সেখানে ধর্মীয় উন্মাদনাকে ব্যবহার করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংগ্রামের সম্ভাবনা ধংস করে সেখানে করে সামরিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় এবং এক্ষেত্রে ধর্ম হয় তাদের একমাত্র অস্ত্র।

- সুতরাং সমাজ বিবর্তনের প্রগতির ধারাকে ব্যহত করে যারা জামাতী আর গালিবদের প্রচুর অর্থ দিয়ে প্রাকৃতিক চক্রটাকে ধংস করার চেষ্টা করেছে তাদের যদি কেহ মনে করে তারা তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধতা করার কথা চিন্তা করবে সেটা হবে চরম বোকামী।

- আমেরিকান পুঁজির তাবেদার এ উন্মাদ গোষ্ঠী তৈরীতে তাদের প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়েছে। সুতরাং কেহ ভুলেও ভাববেন না – পুজিঁর মালিককরা কখনই তাদের বিনিয়োগ ধংস করবে । মাঝে মধ্যে মৃদু শাসন দেখবেন। আর সেটা দেখা হ্রস দৃষ্টি আর ক্ষীন স্বরনশক্তি ধারী মুক্তমনারা বগল বাজাবে আর বলবে থ্রী চিয়ার্স।

- সুতরাং যদি কেহ মনে করে থাকেন আমেরিকা আমেরিকার-বৃটিশ বনিক শ্রেনীর নেতারা বাংলাদেশের সুশাসন নিয়ে চিন্তিত তারা সত্যিই ভুল করবেন। গনতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার ধংশকারীরা কখনই গনতন্ত্রের বন্ধু হতে পারে না।

- সর্বশেষ উদাহরন হচ্ছে ইরাক – যেখানে সান্দামের সরকার ধর্মনিরপেক্ষ আর আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরীর চেষ্টা করেছিল – সেখানে ইরানে বিপ্লব যাতে সে অঞ্চলে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে তাকে দৈত্য বানানো – পরে পাশের দু'টি অগতান্ত্রিক শাসকদের রক্ষার জন্যে সান্দামকে সরানো নামে লক্ষাধিক নিরিহ মানুষ

হত্যা করে একটা ধর্মীয় গোষ্ঠির শাসকশ্রেনীকে ক্ষমতা বসানোর জন্যে জীবন দিল দেড় হাজার আমেরিকান। যেখানে পাশের দেশ সৌদী আরবের ১৬ জন নাগরিক আমেরিকার গর্বে আঘাত করেছে- সেখানে একই সৌদী শাসকরা আমেরিকান বন্ধু, কারন বানিজ্য বলে কথা - সৌদী রাজারা বানিজ্যের জন্যে সবচেয়ে ভাল অংশীদার - কোন নির্বাচিত শাসক নয় একটু হলেও দেশের কথা ভাববে, উলঙ্গ হয়ে পারভেজ মোশাররফ বা কাতারের আমীরের মতো শক্তির তাবেদারী করবে না - একথা আমেরিকান পুঁজির মালিকদের থেকে কে বেশী ভাল জানে?

পাঠক - বাংলাদেশে যে খেলা হচ্ছে তা দেখে একজন কূল জাত হারানো বাঙালী অতি-আমেরিকানের লেখা পড়লাম আর দুঃখ পেলাম এ ভেবে মানুষ এত হ্রস্ব দৃষ্টিসম্পন্ন হয় কিভাবে। আমেরিকান রাষ্ট্রদুত হ্যারী সাহেবের কাজ হচ্ছে তাদের বানিজ্যে ভাল পার্টনার খুজে বের করা আর তাদের ৩০ বৎসরের পুরানো বন্ধুরা এখন ক্ষমতায় - এদের চেয়ে ভাল পার্টনার আর কোথায় পাবেন হ্যারী সাহেব। তাদের ধরে জেলে পুরে "ঠেলা" দিয়ে বাংলাদেশকে একটা গনতান্ত্রিক আর প্রগতিশীল দেশে রূপান্তরিত করে দেবে এ স্বপ্ন যারা দেখেন তাদের উচিৎ সময় থাকতে মানসিক চিকিৎসকের স্মরনাপন্ন হওয়া। এমনিই কি ওসামা-বিন-লাদেন আর মোল্লা ওমরকে আমেরিকা-বৃটিশরা খুঁজে পায়না? বাংলাদেশে টিফা আর সোফা চুক্তি তাদের দরকার - বাংলাদেশে শাসক গনতান্ত্রিক কিনা সেটা ভাবনার চেয়ে তাদের বন্ধুরা যেন ভাল থাকে সেটা দেখার দায়িত্ব তাদের বেশী এবং সেটাই তারা করবে।

(৫)

এই কথাটা বলেই আজ শেষ করবো। কয়েকদিন আগে স্থানীয় এক বাংলা সাপ্তাহিকে শ্রদ্ধেয় বেলাল বেগের একটা লেখা পড়ে থমকে গেলাম। তিনি লিখছেন - "বাংলাদেশের জামাতকে কবর দেবার জন্যে একটা ওয়েব সাইটই যথেষ্ট"। পড়ে আগ্রহী হলাম এবং দেখলাম তিনি ফতেমোল্লা (হাসান মাহমুদ) পরিচালিত এবং লিখিত ওয়েব সাইট "জামাতে পিছলামী ডট কম" এর কথা বলছেন। আশ্চর্য হলাম ভদ্রলোকের চিন্তার বিলাসিতা দেখে। বুঝা যায় কাকে খুশী করার জন্যে জনাব বেগ এ মন্তব্য করেছেন। তবে এত সরলীকরন অন্তত উনার কাছ থেকে আশা করিনি। দীর্ঘ তিন দশক ধরে একটা সম্পুর্ন পরাজিত ধরাশায়ী শক্তি এখন রাষ্ট্র ক্ষমতার নিউক্লিয়াসে অবস্থান করছে। এই পথ পাড়ি দিতে তাদের যে সম্পদ আর মেধা ব্যয় করতে হয়েছে তা একটা ওয়েব পেজের কিছু কাব্যিক আর হযবরল চিন্তা দিয়ে "কবর" দেবার কল্পনা করা যায় শুধু মাত্র একটা একটা বিশেষ ধরনের গাছের পাতা পুড়িয়ে ধুমপান করলে। আশা করি জনাব বেগের সে ধরনের সমস্যা নেই। দয়া করে, বন্ধুর পিঠ চাপড়ানোর সময় মনে রাখবেন, বেশী জোরে চাপড়ালে বন্ধু দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে পারে। প্রশংসা যখন চাটুকারীতায় রূপান্তরিত হয় সেটা খুবই দুঃখজনক - বিশেষ করে বাংলাদেশের একটা বিশেষ কঠিন ইস্যুতে। অবশ্য তথাকথিত মুক্তমনাদের এ ছাড়া কিইবা পাওয়ার আছে!

আজকের মতো বিদায়।

সবাই ভাল থাকুন।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো. ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০০৫